দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
মঙ্গলবার ১৯ আষাঢ় ১৪১৯
৩ জুলাই ২০১২

'আইপ্যাড' নামের স্বত্ব কিনতেই ৬০ মিলিয়ন ডলার

বাজারে আসার পর থেকেই বিশ্বব্যাপী অন্যতম জনপ্রিয় প্রযুক্তি পণ্যে পরিণত হয়েছে অ্যাপল'র আইপ্যাড। সময়ের অন্যতম আকর্ষণীয় উদ্ভাবন হিসেবেই গণ্য করা হয় একে। কম্পিউটিং ডিভাইসের এক নতুন ধারা তৈরি করেছে এই ট্যাবলেট পিসি। বিশ্বব্যাপী আইপ্যাডের অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তায় এখন গোটা প্রযুক্তি বিশ্বই ঝুঁকে পড়েছে ট্যাবলেট পিসির দিকে। সাম্প্রতিক সময়ে ট্যাবলেট পিসির যুদ্ধে যোগ দিয়েছে গুগল এবং মাইক্রোসফটের মতো সব প্রতিষ্ঠান। তবে অ্যাপল'র এই যুগান্তকারী পণ্যটির নাম নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঝামেলা চলে আসছে। চীনের প্রতিষ্ঠান 'প্রোভিউ' এই নামের স্বত্ত্ব দাবী করে আসছে শুরু থেকেই। শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে রফা করে নিল অ্যাপল। আর তার জন্য 'প্রোভিউ'কে অ্যাপলর দিতে হয়েছে ৬০ মিলিয়ন ডলার। সম্প্রতি চীনের একটি আদালতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়। 'প্রোভিউ'র দাবী, ২০০০ সালেই তারা চীনের বাজারের জন্য 'আইপ্যাড' নামের একটি ডিভাইসের নিবন্ধন করে রাখে। পরবর্তীতে অ্যাপল'র আইপ্যাড অবমুক্ত হলে তাই তারা তা বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের আবেদন জানায় আদালতে। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে চীনের কিছু কিছু স্থানে আইপ্যাড বিক্রি স্থগিতও রয়েছে। এদিকে অ্যাপল জানিয়েছে, ২০০৯ সালেই তারা বিশ্বব্যাপী 'আইপ্যাড' নামের ডিভাইসটি বাজারজাত করার অধিকার অর্জন করেছে। এর জন্য তারা ওই বছরেই 'প্রোভিউ'র তাইওয়ান অফিসের থেকে ৫৫ হাজার ডলারে 'আইপ্যাড' নামের স্বত্ত্বটি কিনে নেয়। তবে প্রোভিউ জানায়, চীনের বাজারের জন্য আইপ্যাড নামটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার অধিকার তাইওয়ানের অফিসটির নেই। ফলে বিশ্বব্যাপী আইপ্যাড নামে ডিভাইসটি বাজারজাত করলেও চীনে সেটি করতে পারবে না অ্যাপল। এই নিয়ে দীর্ঘদিন আদালতে সময় কাটে প্রোভিউ আর অ্যাপল'র। অবশেষে গতকাল চীনের গুয়াংডংয়ের আদালতে ৬০ মিলিয়ন ডলারে নাম নিয়ে চলমান এই দ্বন্দ্বের রফার সিদ্ধান্ত হয়। আদালত জানিয়েছে, 'এর মধ্যেই অ্যাপল প্রয়োজনীয় অর্থ স্থানান্তর করে দিয়েছে এই আদালতের অ্যাকাউন্টে। ফলে আইপ্যাড নিয়ে এই বিতর্কের অবসান ঘটল।' এই রায় নিয়ে প্রোভিউ'র একজন আইনজীবী প্রোভিউ'র পক্ষ থেকে জানিয়েছে, 'মামলাটির নিষ্পত্তি ঘটেছে। উভয় পক্ষই এতে সন্তুষ্ট হয়েছে।' অ্যাপল এই নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। তবে বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, চীনের বাজারের গুরুত্ব বুঝেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যাপল। চীনে অ্যাপল পণ্য বিশেষ করে আইপ্যাডের চাহিদা শুরু থেকেই ক্রমবর্ধমান। যার ফলে এই বাজারটি ধরে রাখতে প্রোভিউ'র সাথে এই মামলা নিষ্পত্তির বিকল্প ছিল না অ্যাপল'র। আর সেকারণেই ৬০ মিলিয়ন ডলার তাদের খরচ করতে হলো কেবল আইপ্যাডটির নামটির জন্যই।

■ তরিকুর রহমান সজীব